তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক অধিকার

আজ আমরা যাকে মানবাধিকার বলি তা ইউরোপীয় আধুনিক যুগে "প্রাকৃতিক অধিকার" হিসেবে পরিচিত ছিল। একটি পরম্পরা হিসেবে প্রাকৃতিক অধিকারের প্রভাব সমসাময়িক মানবাধিকার চিন্তার উপর পড়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রাকৃতিক অধিকার ধারণা সম্বন্ধে আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার বিস্তৃত আলোচনা করব। যদিও প্রাকৃতিক অধিকার ধারণাটি প্রাচীন গ্রিক ও মধ্যযুগীয় ভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এ সম্পর্কে টমাস হবস্-এর ব্যাখ্যা দিয়ে অধিকার ধারণার আলোচনার সূত্রপাত করাই রীতি। কারণ, হবস্ তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে অধিকার ধারণার যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে এই ধারণার প্রথম আধুনিক বিশ্লেষণ বলে গণ্য করা হয়। তারপর প্রাকৃতিক অধিকার পরম্পরায় যোগ দেন জন লক, যাঁর প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে যুক্তিগুলি এই পরম্পরার অন্যান্য চিন্তাবিদগণের চেয়ে আরও স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। আরও শতবর্ষ পরে টমাস পেইন প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন অনেকটা লককে অনুসরণ করে। প্রসঙ্গটি ছিল এডমুন্ড বার্ক্-এর ফরাসি বিপ্লবের বিরোধিতা করা। মূলত এই তিনজন চিন্তাবিদের অবদান সমসাময়িক কালের অধিকার ভাবনার মূল ভিত্তি।

টমাস হবস্ ঃ অধিকার বিষয়ে আধুনিক বিতর্কের সূচনা

হবস্-এর প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা তাঁর "প্রকৃতির রাজ্য" (the state of nature) সম্পর্কে তাঁর মতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বে যে অবস্থার মধ্যে এই পৃথিবীতে মানুষ বাস করত, সেই অবস্থাকেই হবস্ প্রকৃতির রাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না আইন রচনা ও বলবৎ করার মতো। মানুষ খুব স্বাভাবিক অবস্থায় বসবাস করত। এই প্রকৃতির রাজ্যের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে অনেক চিন্তাবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেকে মনে করেন যে, এটি একটি যৌক্তিক প্রকল্প (a logical hypothesis), এটি কোনো ঐতিহাসিক প্রকল্প (a historical hyphothesis) নয়। হবস্ প্রকৃতির রাজ্যকে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রের পূর্ব-ধারণা (presupposition) হিসেবে গণ্য করেছেন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষকে কারোর বশবর্তী হয়ে বাস করতে হত না। যেহেতু প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কর্তৃপক্ষের অধীনে মানুষকে থাকতে হত না, সেহেতু সে অবস্থায় মানুষের জীবন অতিবাহিত হত যুদ্ধের পরিস্থিতিতে। এই অবস্থার মধ্যে মানুষের জীবন ছিল সভ্যতার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত ঃ না ছিল শিল্প, না ছিল কলা, না ছিল কল-কারখানা, না ছিল নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা, না ছিল ভূগোল এবং না ছিল সমাজ। এই অবস্থায় মানুষ অনবরত ভয় এবং হিংসা-জনিত মৃত্যুভয়ে জীবন কাটাত। তখন মানুষের জীবন ছিল একাকী, দারিদ্র্যপূর্ণ, কদর্য, পাশবিক এবং স্বল্পায়ু। তবে হবস্ প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য তার পাপকর্ম বা নৈতিক অধঃপতনকে দায়ী করেননি; তিনি তার জন্য দায়ী করেছেন মানব-প্রকৃতি (the human nature)-কে। তাঁর মতে, মানুষ কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত, সর্বদা ইন্দ্রিয় সুখে আকৃষ্ট এবং দুঃখ পরিহার করতে ব্যস্ত। লক-এর মতে, মানুষ সরাসরি সুখ চায় না, বরং যে বস্তু সুখ আনয়নে সক্ষম, সেই বস্তু পেতে সে সদা আগ্রহী। এখানে উপযোগিতাবাদী জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham)-এর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য। কারণ উপযোগিতাবাদীগণ সরাসরি সুখকে কাম্যবস্তু বলে মনে করেন। হবস্ মানুষকে অহংসর্বস্ববাদী এবং আত্মকেন্দ্রিক রূপে চিত্রায়িত করেছেন, যে সদা গতিময় তার সুখ ও ক্ষুধা নিবৃত্তির লক্ষ্যপূরণ করার জন্য। কিন্তু তবু সুখের চাহিদার নিবৃত্তি তো হয়ই না বরং তা তার গতিময় জীবনের সঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; একটি সুখের নিবৃত্তি অন্য সুখের চাহিদাকে জাগিয়ে তোলে। তা সত্ত্বেও হবস্ মানুষকে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসেবে চিহ্নিত করতে ভোলেননি। তাঁর মতে, মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও বিচার-বুদ্ধি তার কামনা-বাসনার অধীন। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির উপস্থিতি সত্ত্বেও সে সর্বদা তার ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়।

হবস্-এর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ কেবল অসামাজিকই নয়, সে নীতিবিহীনও বটে। কারণ সে প্রকৃতির রাজ্যে ন্যায়-অন্যায় এবং বিচার-অবিচারের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। এই নীতিজ্ঞানহীনতা এবং তার সঙ্গে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি ও ভাবাবেগকে প্রকৃতির রাজ্যে বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে হবস্ চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং ব্যক্তির স্বার্থেই এই সকল প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন দেখা দিল এবং এতদ্বারা প্রকৃতির রাজ্যে অরাজকতা ও অব্যবস্থার পরিবর্তে সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করবার প্রয়োজনবোধ হল।

হবস্-এর মতে প্রকৃতির রাজ্যে একটিমাত্র প্রাকৃতিক অধিকার (the right of nature) রয়েছে এবং সেটি হল আত্মরক্ষার অধিকার (the right of self-

preservation)। এখানে 'আত্মরক্ষা' বলতে হবস্ বুঝিয়েছেন মানসিক ও দৈহিকভাবে একজন ব্যক্তির নিজেকে রক্ষা করে চলা। কারণ, হবস্ ব্যক্তির মানসিক-দৈহিক অস্তিত্বকে একটি মূল্য (value) হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্তির নিজেকে রক্ষা করে চলা প্রকৃতির রাজ্যে একটি মূল্যবান বস্তুকে রক্ষা করবার শামিল। তাঁর মতে, আত্মরক্ষার স্বার্থে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন অর্থাৎ এজন্য সে তার বিচার-বুদ্ধির নির্দেশ অনুসারে যে-কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে। তবে একথা স্পষ্ট যে, হবস্ ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার অধিকার ভোগ করবার জন্য অপরিসীম স্বাধীনতা দিলেও এই অধিকার যে সে রক্ষা করতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই ; এ হল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টামাত্র (endeavour)। প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে হবস্-এর ধারণার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা জারি রাখার পাশাপাশি অপরেরও যে অনুরূপ অধিকার থাকতে পারে তা ব্যক্তির স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তাঁর মতে, আত্মরক্ষার অধিকারের দাবিদার ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তির কোনো কর্তব্য নেই; অপর ব্যক্তি যাতে আত্মরক্ষায় বাধা সৃষ্টি না করে এমন দাবি আত্মরক্ষার দাবিদার কোনো ব্যক্তি করতে পারেন না। সুতরাং হবস্ অপর ব্যক্তির প্রতি কর্তব্যহীন জগতে অধিকারের অপরিমিত বিস্তৃতি স্বীকার করেন।

প্রাকৃতিক অধিকারের দুটি দিক আছে ঃ (ক) প্রকৃতির রাজ্যে একজন ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার আছে এবং এমন কি রাষ্ট্রগঠনের পরও সে এই অধিকার ভোগ করতে পারবে, যদিও তখন সেই অধিকারের পরিসর সীমিত হয়ে যাবে।একজন ব্যক্তি যদিও শর্তহীনভাবে সামাজিক চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে মান্যতা দিতে চুক্তিবদ্ধ, তবুও কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রের কাছে অধিকার দাবি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি রাষ্ট্র তাকে খুন করবার আদেশ দান করে, তাহলে সে রাষ্ট্রের কাছে আত্মরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করবার দাবি রাখতে পারে। (খ) প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সমাপ্তি টানার জন্য রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি বস্তুতে অধিকার ত্যাগ করতে হবে এবং এতদ্বারা ব্যক্তি নিজেকে শাসন করবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর তুলে দেবে। রাষ্ট্রের কাছে এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ প্রজার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের একটি নিরপেক্ষ মানদণ্ড রক্ষা সম্ভব করে তুলবে। সুতরাং রাষ্ট্রগঠনের পর প্রাকৃতিক অধিকারের স্বত্ব অনেকটাই রাষ্ট্রের হাতে চলে যায় এবং মূলত সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর নাগরিকগণের অধিকার ভোগ নির্ভর করে।